গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকের হেলপারের হাত বিচ্ছিন্ন, চালক জখম

মেহেরপুরের গাংনীতে একটি বালি ভর্তি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে হেলফার খেজমত আলীর বাম হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। দুর্ঘটনায় ট্রাকের চালক জিয়াউর রহমান জিয়া (৪০) গুরুতরভাবে আহত হয়।
আজ সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত জিয়া মেহেরপুর জেলা শহরের বেড়পাড়ার আমির হোসেনের ছেলে ও হেলপার খেজমত আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-চাঁদবিল গ্রামের নায়েব আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, কুষ্টিয়ার দিক থেকে ছেড়ে আসা একটি বালি ভর্তি ট্রাক মেহেরপুরের দিকে আসছিল। ট্রাকটি বামন্দী শহরের কাছাকাছি পৌঁছালে,বিপরীত দিক থেকে একটি গরু বোঝাই ট্রলির সাথে ধাক্কা লাগার উপক্রম হলে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সাথে ধাক্কা লাগে। এসময় ওই ট্রাকের চালক ও হেলপার আহত হয়। স্থানীয় বামন্দী ফায়ার সার্ভিসদলের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়। তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে সেখান থেকে দু’জনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়েছে।

ফলোআপ:: গাংনীতে শিশু আবির হত্যা ঘটনায় মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে শিশু আবির হোসেনকে অপহরনের পর হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রবিবার দিবাগত রাতে নিহত আবির হোসেনের মা রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুহুনবীর ছেলে হামিম ও মিরাজ উদ্দীনের ছেলে মুজাহিদের নাম উল্লেখ করে আরো কয়েকজন অজ্ঞাতনামা আসামী করা হয়েছে। মামলার এজাহার নামীয় দু’জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, শিশু আবির হোসেনকে অপহরনের পর হত্যার ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে নিহতের মা। মামলা নং ২৩ তাং ২৭.০৬.২০২১ ইং। মামলার এজাহার নামীয় দুজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মেহেরপুর আদালতে নেয়া হবে সেখানে তারা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেবেন। আসামীদের বয়স ১৪ ও ১৫ বছর হওয়ায় সম্ভবত তাদের সংশোধনাগারে রাখা হতে পারে। এদিকে নিহত শিশু আবিরের মরদেহ ময়না তদন্ত শেষে তার পিতার গ্রাম চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সরিষাডাঙ্গা গ্রামে জানাজা শেষে দাফন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য : শনিবার বিকালে আবির হোসেনকে ডেকে নিয়ে যায় ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুহুনবীর ছেলে হামিম ও মিরাজ উদ্দীনের ছেলে মুজাহিদ। সন্ধ্যায় আবিরের পিতা মালয়েশিয়া প্রবাসী আসাদুল হকের কাছে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে তারা। মুক্তিপণ না দেওয়ায় আবির হোসেনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন হামিম ও মুজাহিদকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পরে গ্রেফতারকৃতরা পুলিশের কাছে হত্যার দায় স্বীকার করে লাশের সন্ধান দিলে রাত ১২ টায় মিনাপাড়া-মানিকদিয়া মাঠের একটি পাটক্ষেত থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

মেহেরপুরে একদিনে করোনায় ছয় জনের মৃত্যু (আপডেট)

মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একদিনে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। ছয় জনই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
রবিবার ভোরে জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের মেরিনা খাতুন (৩৫), মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের নজরুল ইসলাম (৫৫), সকাল ১০টার দিকে ও চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা এলাকার রোকনের স্ত্রী রিনা খাতুন (৪৫), এবং দুপুর ২টার দিকে মুজিবনগরের মহাজনপুর গ্রামের জহুরা খাতুন (৯০) মারা যান। একই দিন বিকেলে সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মোহন আলী (৬০) ও মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের আব্দুল গফুর (৭০), মারা যান। এ নিয়ে জেলাতে করোনায় মেহেরপুরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৬ জনে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মকলেছুর রহমান জানান, এই প্রথম একদিনে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছয় জন মারা গেলেন। অধিকাংশ রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। হাসপাতালে অক্সিজেনের কোন ঘাটতি নেই। কিন্তু সচেতনতার অভাবে শেষ সময়ে রোগীদের ভর্তি করাচ্ছেন। যাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৩০ থেকে ৪০ নেমে গেছে। ফলে চিকিৎসকদের করণীয় কিছুই থাকছে না।

গাংনীতে মুক্তিপণ না পেয়ে শিশু হত্যা, দু’জন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মিনাপাড়া গ্রামে মুক্তিপণের দাবিতে আবির হোসেন (১২) নামের এক শিশুকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের তথ্যের ভিত্তিতে গ্রামের মাঠের একটি

ধৈঞ্চা ক্ষেত থেকে আবিরের হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার করে।

নিহত শিশু আবির হোসেন পার্শ্ববর্তী আলমডাঙ্গা উপজেলার সরিষাডাঙ্গা গ্রামের প্রবাসী আসাদুল হকের ছেলে। তার বাবা বিদেশ থাকার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই মিনাপাড়া গ্রামে তার নানা রেজাউল হকের বাড়িতে মায়ের সাথে থাকে। আবির হোসেন স্থানীয় মিনাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার বিকেলে আবির নিখোঁজ হয়। বিকেল থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত কোথাও আবিরের খোঁজ না পেয়ে পরিবারে হতাশা নেমে আসে। একপর্যায়ে গ্রামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানায় যে,আবিরকে স্কুল ফিল্ড থেকে নূহু মেম্বরের ছেলে ও অন্যজন মোটর সাইকেল করে বিকেলে নিয়ে যেতে দেখেছে।এরই সূত্র ধরে সন্দেহভাজন দৃর্বৃত্তদের জিজ্ঞাসাবাদের এপর্যায়ে নিখোঁজের কারন জানতে পাওয়া যায়।

পরে স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ, গাংনী থানা পুলিশ ও ডিবি পুলিশের সদস্যরা নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে স্বীকারোক্তি দেয়। দোষীদের বর্ণনা মতে মিনাপাড়া গ্রামের মাঠের ধৈঞ্চা ক্ষেত থেকে আবিরের লাশ উদ্ধার করা হয়।একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে পাগলপ্রায় তার নানা রেজাউল হক ও মা রোজিনা খাতুন। এ ঘটনায় মিনাপাড়া গ্রামের নুহু মেম্বরের ছেলে হামিম হোসেন ওরফে নূর (১৫) ও একই গ্রামের মিরাজুল ইসলামের ছেলে মুজাহিদকে(১৫) আটক করা হয়েছে।এরা দুজনই স্থানীয় মিকুশিস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এরা বখাটে এবং মাদকাসক্ত ।এদের বিরুদ্ধে ছাত্রী উত্ত্যক্ত করা চুরি এবং নানা অপকর্মে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ রয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে আবিরের ছোট নানা জহুরুল ইসলাম জানায়,শনিবার সন্ধ্যার পর থেকেই আবিরের মোবাইল ফোন থেকে একটি অপহরণকারীদল তার মা ও বাবার মোবাইল নাম্বারে কল করে ১ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। তারা মুক্তিপন পেতে প্রবাসী আসাদুলের সাথে অগোছালো ভাবে মোবাইল ফোনে হিন্দা ভাষায় কথা বলে। যেটা ফোনের কল রেকর্ড থেকে পাওয়া গেছে। মুক্তিপণ দিয়ে হলেও ছেলেকে ফেরত পেতে আকুল মিনতি জানান আবিরের বাবা আসাদুল ইসলাম ও মা রোজিনা খাতুন। তবে শেষ পর্যন্ত মুক্তিপণ না পেয়ে শ্বাসরোধে আবিরকে হত্যা করে ধৈঞ্চা ক্ষেতে মরদেহ ফেলে দেয় অপহরণকারীরা পরে গাংনী থানা পুলিশ আবিরের লাশ রাতেই উদ্ধার করে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানানআমি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করি। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করা হয়েছে।লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে কঠোর লকডাউনের প্রথম দিন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন

করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ১৪ দিন কঠোর লকডাউন ঘোষনা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার লকডাউনের প্রথম দিন মেহেরপুর জেলায় শতভাগ লকডাউন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকাল থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত শুধুমাত্র কাঁচাবাজার ও মুদিদোকান খোলা ছিল। দুপুর ১২টার পর থেকে ওষধের দোকান ছাড়া আর কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকতে দেখা যায়নি। একই চিত্র দেখা গেছে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামগুলোতেও।

এদিকে লকডাউনের প্রথম দিন সকাল থেকে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ছেড়ে যায়নি দুরপাল্লা ও আন্ত:জেলার কোন বাস। তবে পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রাক চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

লকডাউন বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও করোনা প্রতিরোধ কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। যেগুলোতে স্বেচ্ছাসেবকরা দায়িত্ব পালন করবেন। প্রসঙ্গত, প্রতিদিনই মেহেরপুর জেলায় প্রায় অর্ধশত জন করোনা সংক্রমিত হচ্ছেন। কোনভাবেই এ সংক্রমণ ঠেকানে যাচ্ছে না। ফলে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি কঠোর লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেয়।

বৃহস্পতিবার থেকে মেহেরপুরে ১৫ দিনের সর্বাত্মক লকডাউন

মেহেরপুরে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃহস্পতিবার থেকে ১৫ দিনের সর্বাত্মক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

লকডাউন চলাকালীন সময়ে শুধুমাত্র জরুরী কাজে ব্যবহৃত ওষুধের দোকান ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা যাবে। এছাড়া হোটেল রেস্তোরা সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা, কাঁচাবাজার সীমিত সময়ের জন্য খোলা রাখা যাবে। এছাড়া পুরোপুরি বন্ধ থাকবে সকল ধরণের চায়ের দোকান, ইজিবাইক চলাচল, পাখি ভ্যান চলাচল । মোটরসাইকেলে শুধুমাত্র চালক একা চলাচল করতে পারবে। রিক্সাতে জরুরী প্রয়োজেনে এক জন যাত্রী চলাচল করতে পারবে।

আজ মঙ্গলবার বিকালে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির কমিটির এক জরুরী (জুম) সভায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানান কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম শাহীন পৌর মেয়র আহমেদ আলী, সাংবাদিক ফজলুল হক মন্টু, আলামিন হোসেন, মাজেদুল হক মানিক, মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্সের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল, মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ইতমধ্যে মেহেরপুরে সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত লকডাউন চলছে। পুরোপুরি লকডাউন দেওয়া হয় জেলার তিনটি গ্রামকে। তবে এবার পুরো জেলার প্রতিটি গ্রামে এ লকডাউন কঠোরভাবে পালন করার আহবান জানানো হয়। জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে লকডাউন বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া বিজিবি ও আনছার সদস্যদের লকডাউন বাস্তবায়নে মাঠে নামানোর চিন্তাও করা

হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রকৌশলীকে চড় থাপ্পড় মারলেন দুই ছাত্রলীগ নেতা

মেহেরপুরে সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ) এর উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী অনুজ কুমার দে কে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা বারিকুল ইসলাম লিজন ও তার সহযোগী রাশেদুল ইসলাম আনন্দের বিরুদ্ধে।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের অফিসে এ ঘটনা ঘটে।

লাঞ্ছনার শিকার অনুজ কুমার দে বলেন, ঘটনা হচ্ছে সাপ্লাই মালামাল নিয়ে। শাহীদ এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অথোরাইজড হিসাবে কাজ করে বারিকুল ইসলাম লিজন। সে কয়েকদিন যাবত আমাকে কনভেন্স করার চেষ্টা করছে। ঘটনার সময় (সকাল ১০টা ২০ মিনিটে) তারা অফিসে আমার কক্ষে আসে। এসেই প্রশ্ন করে আমি কত সালে এসএসসি পাস করেছি। আমি বলি ২০০৮ সালে এসএসসি পাস করেছি। তাদের কাজের কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি তাদের সাপ্লাইয়ের যে কাজটি আছে তার মেয়াদ গত ১৮ তারিখে শেষ হয়ে গিয়েছে। তারা ওই কাজের বিল বেশি করে দিতে বলে। আমি বলি আপনারা যতটুকু কাজ করেছেন আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলে দিয়েছে ঠিক ততটুকু বিল প্রদান করতে। তারপরেও ওই কাজের বিল জন্য আমাকে চাপ প্রয়োগ করে। তখন আমি বলি এটা আমার পক্ষে সম্ভব না। তখনই তারা আমাকে তুই-তুকারি শুরু করে খারাপ ব্যবহার শুরু করে। এসময় আমি আমার রুম থেকে বের হতে চাইলে লিজন আমার হাত চেপে ধরে বলে তুই এখানে বসে থাক। দেখ এখন তোর কি করি। এসময় আমি আমার হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে লিজন আমার উপর চড়াও হয়ে চড় থাপ্পড় মারে। লিজনের সঙ্গে থাকা রাশেদুল ইসলাম আনন্দ তাকে সহযোগিতা করে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

অনুজ কুমার দে আরো বলেন, সংস্কার কাজের জন্য পাথর, প্রিগ্রাভেলস, বালি, জ্বালানী কাঠ, ব্যাগ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য শহীদুল এন্টাপ্রাইজ দরপত্র পায়। পরে সেই কাজ বারিকুল ইসলাম কিনে নেয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০ থেকে ৩০ ভাগ মালামাল সরবরাহ করেছেন তিনি। যার মূল্য ১২-১৩ লাখ টাকা হতে পারে। কিন্তু শতভাগ মালামাল সরবারাহের কথা বলে ৩৯ লাখ টাকার বিল সাবমিট করেছেন। আমি তাদের বলি, যতটুকু মালামাল সরবরাহ করেছেন সেই পরিমান টাকার বিল দিতে পারবো।

অভিযুক্ত বারিকুল ইসলাম লিজন বলেন, প্রকৌশলী অনুজ কুমারদেকে মারধরের অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমি তাদের কাছে থেকে বিল পাবো। কিন্তু বিল না দিয়ে ঘোরাচ্ছে। আমি বলেছি জুন ক্লোজিং শেষ হয়ে যাচ্ছে বিলটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন, কিন্তু বিল না দিয়ে কাল দেব পরশু দেব বলে শুধু ঘোরাচ্ছে। যে কারণে কথাকাটাকাটি হয়েছে।

তবে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

গাংনীর পীরতলা থেকে ইয়াবাসহ দুই জন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর পীরতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৩০ পিস ইয়াবাসহ সোহেল রানা ওরফে রনি (২৪) ও রুবেল আলী (২৩) নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ডিবির এসআই মুক্ত রায়ের নেতৃত্বে এএসআই মাহাতাব উদ্দিন, এএসআই হেলাল উদ্দিন ও এএসআই ইব্রাহিম বিশ্বাস এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটক দুজনেরই বাড়ি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার তেকালা গ্রামে। রুবেল আলী মোলাম আলীর ছেলে এবং সোহেল রানা মৃত সজিবুল ইসলাম পিন্টুর ছেলে।

ডিবির ওসি জুলফিকার আলী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১৩০ পিস ইয়াবাসহ তাদের আটক করা হয়। আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে করোনায় দুই জনের মৃত্যু

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাহেরা খাতুন
(৬০) ও আব্দুল হান্নান (৬৫) নামের দুই জন করোনা রোগী মারা গেছেন। এনিয়ে জেলা ৩০ জন করোনা আক্রান্ত মারা গেলেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার দিকে সাহেরা খাতুন এবং ১০টার দিকে আব্দুল হান্নান শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। সাহেরা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের আলতাফ হোসেন স্ত্রী এবং আব্দুল হান্নান গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের রহিম বক্সের ছেলে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) মোখলেসুর রহমান জানান, সাহেরা খাতুন গত ১৫ জুন এবং আব্দুল হান্নান ১০ জুন করোনা পজিটিভ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। তাদেরকে আইসিউতে রাখা হয়েছিল। স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাফনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত এক সপ্তাহে মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ১৭৪ জন। এর মধ্যে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ২৩ জন। এদের মধ্যে আরো দুইজনের অবস্থা আশংকাজনক।

গাংনীর রামকৃষ্ণপুর ধলা থেকে হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৫গ্রাম হেরোইনসহ জামাল হোসেন(৫২) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ডিবির এসআই হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে এ অভিযানে পরিচালনা করেন এএসআই মাহাতাব উদ্দিন, এএসআই হেলাল উদ্দীন ও এএসআই আহসান হাবীব।

আটক জামাল হোসেন একই গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে। সে এলকার চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে মাদকের একাধীক মামলা বিচারাধীন ।

ডিবির ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে জামাল হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় তার বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ৫গ্রাম হেরোইনসহ তাকে আটক করে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।